বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০২৩-২০২৪)

(১) পটভূমি :

বাংলাদেশের খেলোয়ার ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে ক্রীড়া, খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাদের জন্য ১৯৭৫ সালের ৬ আগস্ট 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) রূপকল্প : ক্রীড়াসেবীদের দারিদ্রতা হ্রাস ও ক্রীড়ার মান উন্নয়ন।

(৩) অভিলক্ষ্য : ক্রীড়া, খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বা রাখছেন সেসকল ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র তা হ্রাস এবং ক্রীড়ার মান উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান।

(৪) কার্যাবলি : 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১'-এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

ক) অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের জন্য মাসিক/ এককালীন ক্রীড়াভাতা প্রদান করা;

খ) ক্রীড়াক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মাসিক/এককালীন ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড প্রদান করা;

গ) অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তার পরিবারের জন্য আর্থিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান;

ঘ) ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য পুরস্কার প্রদান করা;

ঙ) ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি বা অনুদান প্রদান করা;

চ) ক্রীড়াসেবীদের সার্বিক কল্যাণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

ছ) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাধীনে উহার অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ঋণ সংগ্রহ করা;

জ) লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা, অনুদান ও উপহার গ্রহণ এবং লটারীর ব্যবস্থা করা;

ঝ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(৫) পরিচালনা বোর্ড :

'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন)-এর ৬(১) ধারার বিধান মতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে :

ক)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন। তবে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সকলেই বিদ্যমান থাকিলে মন্ত্রী চেয়ারম্যান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য দুইজন বা একজন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;	-	চেয়ারম্যান
খ)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি ইহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;	-	ভাইস চেয়ারম্যান
গ)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব;	-	সদস্য
ঘ)	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক;	-	সদস্য
ঙ)	ক্রীড়া পরিদপ্তরের পরিচালক;	-	সদস্য
চ)	বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি;	-	সদস্য
ছ)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (ক্রীড়া);	-	সদস্য
জ)	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উহার নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য;	-	সদস্য
ঝ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্রীড়া ও খেলাধুলায় অনুরাগী তিনজন ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হইবেন;	-	সদস্য
ঞ)	ফাউন্ডেশনের সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।	-	সদস্য সচিব

(৬) সাংগঠনিক কাঠামো :

আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব ফাউন্ডেশনের সচিব হিসেবে (প্রেষণে) দায়িত্ব পালন করছেন। ফাউন্ডেশনের জন্য ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজিত হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের ০৫ (পাঁচ)টি পদ শূণ্য রয়েছে। গত ১৮-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখে ২৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।

জনবল কাঠামো:

ক্র.নং	পদের নাম	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
ক)	সচিব	১ জন		-
খ)	নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন		
গ)	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	-	১ জন	
ঘ)	কম্পিউটার অপারেটর	-	১ জন	
ঙ)	অফিস সহায়ক	-	২ জন	
চ)	গাড়ি চালক	-	১ জন	
	মোট:	২ জন	৫ জন	

(৭) ফাউন্ডেশনের সিডমানি/তহবিল :

ফাউন্ডেশনের বর্তমান সিডমানি ৭৭.৮৫ কোটি টাকা। যাহা বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত আছে- যার মুনাফা এবং প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব বাজেট বিশেষ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা/এককালনি ক্রীড়াভাতা, ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি ও চিকিৎসা/আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(৮) বাস্তবায়িত কার্যক্রম :

ক) মাসিক/এককালীন ক্রীড়া ভাতা :

ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা/এককালীন ক্রীড়া ভাতা প্রদান করা হয়। ১৯৯৬ সাল হতে এপর্যন্ত ১২,৯৩২ জন ক্রীড়াসেবীকে মোট ২৩,৯২,৯৯,৫০০/- (তেইশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা ক্রীড়াভাতা প্রদান করা হয়।

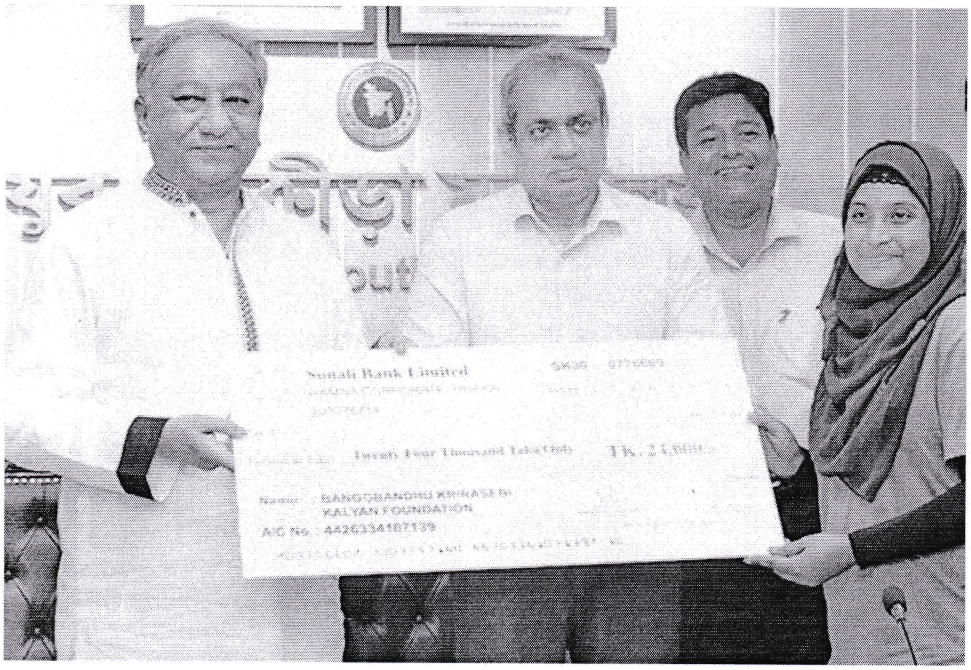

চিত্র-১: ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাসিক/এককালীন ক্রীড়াভাতা প্রদান।

খ) ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫ম হতে ১০ শ্রেণি পর্যন্ত ৪৬৭ জন ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে বাৎসরিক ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা এবং একাদশ হতে স্নাতক পর্যন্ত ৫৩৩ জন ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে বাৎসরিক ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকা করে ১০০০ জনকে ১,৮৩,৯৬,০০০/- (এক কোটি তিরাশি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-২: ফাউন্ডেশন কর্তৃক ক্রীড়াশিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তির চেক প্রদান।

গ) চিকিৎসা সহায়তা প্রদান:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন হতে ১৭৩ জন ক্রীড়াসেবীদের-কে চিকিৎসা/আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২,২০,৪৫,০০০/- (দুই কোটি বিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

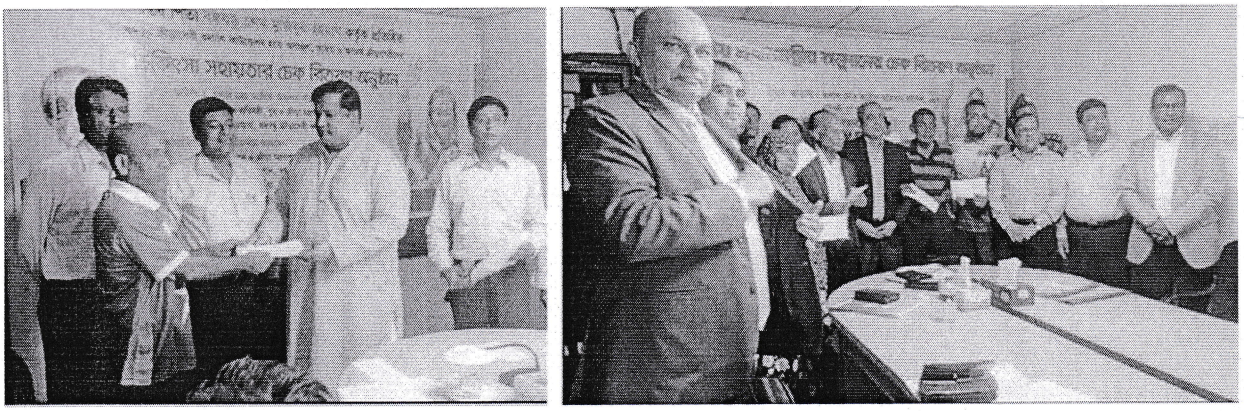

চিত্র-৩: ক্রীড়াসেবীদের চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান।

(৯) উপসংহার :

ক্রীড়াবিদ, খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠকগণ বাংলাদেশের জনশক্তির একটি বিরাট অংশ। তাঁরা ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, খেলোয়াড় ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন নিয়োজিত রয়েছে।